R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
২৫শে অকটোবর, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

## সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে গ্রামের মানুষ ভিটেছাড়া

সাগরদীঘি, ২৫ অকটোবর—মনিগ্রাম থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, সমাজবিরোধীদের অত্যাচারে সাগরদীঘি থানার হরিরামপুর গ্রামের বহু মানুষ ভিটেছাড়া হয়েছেন। গ্রামের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত জোতের মালিকরা গ্রাম ছেড়ে রঘুনাথগঞ্জ, মিরজাপুর প্রভৃতি এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অত্যাচার সহ্য করে এখন গ্রামের ভিটে কামড়ে পড়ে আছেন মাত্র এক ঘর ব্রাহ্মণ, কিছু ঘোষ, মাল ও আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক। এক কালে গ্রামটি ছিল শ্রীমন্ত, ঐতিহ্য ছিল ধুমধাম করে দুর্গাপূজো, বলিদান এবং নরনারায়ণ সেবা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সমাজবিরোধীদের হামলা এবং চুরি-ডাকাতি গ্রামবাসীদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার পাঁচনপাড়া গ্রামের মত হরিরামপুর গ্রামটি এখন শ্রীহীন। পাঁচনপাড়া গ্রামেও বহু অবস্থাপন্ন লোকের বাস ছিল, ছিল অনেক শিবমন্দির—যার ধ্বংসাবশেষ এখনও অতীতের বহু ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। গ্রামে রাজরাজেশ্বরী পূজো হত। কিন্তু একই কারণে গ্রামবাসীরা ভিটেছাড়া হয়েছেন, পরিত্যক্ত মন্দিরের ভাঙা ইট অন্য কাজে লাগানো হয়েছে। সাগরদীঘির আর একটি গ্রাম,

( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## হাসপাতাল নৈশক্লাবে রূপান্তরিত ?

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ অকটোবর—হাসপাতালের ভেতর কোনরকম হৈ-হুল্লোড় আইনবিরোধী কাজ। অথচ সেই হাসপাতালকে এক রাত্রের জন্য নৈশক্লাবে পরিণত করা হয়েছিল বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, ২০ অকটোবর রাত্রে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার এবং নার্স হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের পাশের ঘরে জোর খানাপিনার আয়োজন করেন। অনেক রাত পর্যন্ত নাকি হৈ-হুল্লোড় চলে। শোনা যাচ্ছে, সেই নৈশভোজে নাকি রোগীদের বরাদ্দ খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ এবং হাসপাতালের বরাদ্দ কেরোসিন তেল থেকে কয়েক লিটার কেরোসিন খরচ করা হয়। জনসাধারণ এই অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করছেন।

## ডাকঘর বানচালের অপচেষ্টার নিন্দা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ অকটোবর—আজ এখানে একসট্রা ডিপারটমেনটালসহ সব ইণ্ডিয়া পোষ্টাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভায় রঘুনাথগঞ্জে প্রধান ডাকঘরের অনুমোদন বানচালের অপচেষ্টার জন্য ন্যাশনাল ইউনিয়নের তীব্র নিন্দা করা হয়। জানানো হয়, তাঁদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ডাকঘর স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ডিসেম্বর থেকে কাজ চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেবদাস ভট্টাচার্য, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জঙ্গিপুর ডাকঘরসমূহের পরিদর্শক অম্বুজাক্ষ মুখোপাধ্যায়। সভায় ই ডি দের বেতন বৈষম্যের সুষ্ঠু সমাধান, নির্বাচনের মাধ্যমে মেম্বারশীপ ভেরিফিকেশন এবং বন্যায় বিপন্ন কর্মীদের ত্রাণ ও উদ্ধারের দাবি জানানো হয়। জনৈক মুখপাত্র জানান, আগষ্ট মাসের বন্যায় জঙ্গিপুর মহকুমায় বিভাগীয় ক্ষতির পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা, জেলায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ চলছে। বিভাগীয়

( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## মুখের অন্ন বন্যাত্রাণে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম অঞ্চলের বলরামবাটী কলোনী থেকে ১২. কেজি চাল, ৩ কেজি গম ও নগদ পাঁচ টাকা কান্দী মহকুমার বন্যাপীড়িত মানুষের জন্য পাঠানো হয়েছে। কলোনীর বাসিন্দারা প্রত্যেকেই দীনমজুর। তাঁরা নিজেদের মুখের অন্ন থেকে এক মুঠো করে অতুলনীয় দান করেছেন। মনিগ্রাম উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে ৭৫ টাকা সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে পাঠিয়েছেন। এই ব্লকের বালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে বালিয়া নেতাজী সংঘের ১৯ জন সদস্য কান্দী মহকুমার বড়ঞা থানার শ্রীহট্ট, যুগসরাই, উদয়চাঁদপুর, কাঁতুর, আকুন্দি সলপা গ্রামে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে দেড় কুঃ চাল, দুই কুঃ আটা, ২০ কেজি মুড়ি, ১৬৫টি জামা-কাপড় বিতরণ করেন এবং ২০ জনকে কলেরা প্রতিষেধক টীকা দেন। তাঁদের সঙ্গে

( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## সি পি এম কংগ্রেসের আঁতাতে ক্ষুব্ধ কর্মীরা দল ছাড়ছেন

বিমান হাজরা : জঙ্গিপুরের হাওয়া অবশেষে সাগরদীঘির সি পি এম ইউনিটকেও বিষিয়ে তুলেছে এবং সেখানে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে। বোখারা-২ অঞ্চলে সি পি এম কর্মীরা দুটি শিবিরে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই-এর সম্মুখীন হয়েছেন। গোবর্ধনডাঙ্গা অঞ্চলে নির্দলবেশী কংগ্রেসীদের সঙ্গে যৌথভাবে মিলিত হয়ে সি পি এম প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। রাজনৈতিক সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, কিছুদিনের মধ্যেই সাগরদীঘি ব্লকের কয়েকটি অঞ্চলে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হবে এবং তা আনবেন সি পি এম দলেরই কিছু নির্বাচিত সদস্য। সি পি এমের জনৈক

( ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## ভাঙন পরিদর্শন

অরঙ্গাবাদ, ২২ অকটোবর—জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল আজ গঙ্গাভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। এই ভাঙনে সামসেরগঞ্জ ব্লকের শিবনগর, দুর্গাপুর, কামালপুর ও নিমতিতা গুড়িপাড়া এবং সুতী ২নং ব্লকের দেবীপুর, বাগসিরিয়াপাড়া, বেনেপাড়া ও বাজিতপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট বাড়ী ভেঙেছে ৩৯টি। অরঙ্গাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ এবং বালিকা বিদ্যালয়ের অর্ধেক অংশ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে।

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব॥

অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভুম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

## বিপর্যয়ের সংজ্ঞা

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যাকে কেন্দ্র এখনও জাতীয় বিপর্যয় বলিয়া স্বীকার করিতেছে না। একটি জাতির তিন চতুর্থাংশ বন্যাবিধ্বস্ত হইবার পরও কেন্দ্রীয় সরকার যদি ইহাকে জাতীয় বিপর্যয় বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির শিকার হইয়াছে—জনসাধারণের মনে এরূপ সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কোন রাজ্যের প্রতি অবিচার করা হইবে না—এরূপ প্রতিশ্রুতি লইয়া গত বৎসর কেন্দ্রে জনতা সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন রাজ্যের মানুষের মনে এই আশা জাগিয়াছিল যে, বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। অতীব পরিতাপের বিষয়, কেন্দ্রের জনতা সরকার পূর্বগামীগণের সঙ্কীর্ণতা কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যা সম্পর্কে কেন্দ্রের মনোভাব তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর মানুষের কোন হাত নাই, ইহা ঠিক। তাই বলিয়া শুধুই আশ্বাসবাণী শুনাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকাও অনুচিত। রাজনীতির উর্ধ্বে এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন বন্যাদুর্গত মানুষের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন। কোন রাজ্যের পক্ষে একা এই কাজ সম্ভব নহে। প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সাহায্যের। বিশেষ করিয়া রাজ্যগুলি হইতে কেন্দ্র যখন বিপুল পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিয়া থাকে, তখন একটি রাজ্যকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে বাধা কোথায়? অন্ততঃ মানবিকতা বোধেও ইহা করা উচিত। জনসাধারণ এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মুষ্টিভিক্ষা ছাড়া কেন্দ্রের জনতা সরকার এখনও তেমন কিছু করেন নাই।

বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প ও সম্পত্তিহানির ব্যাপকতা এত অধিক হইয়াছে যে, রাজ্যের অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রাণহানির সঠিক তথ্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হইয়াছে (মৃত ৮১৩, নিখোঁজ ৭৬৫) তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাজ্যের ১৬টি জেলার মধ্যে ১২টি জেলাই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারটি জেলা খরাকবলিত। ইহার পরও কেন্দ্রীয় সরকার ইহাকে জাতীয় বিপর্যয় বলিয়া স্বীকার না করিলে প্রশ্ন জাগে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কত হইলে তাহাকে জাতীয় বিপর্যয়ের আখ্যা দেওয়া যায়? নাকি রাজনীতির স্বার্থে সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করা যায়? বিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনে জনসাধারণ এবং রাজ্য সরকারের সহিত কেন্দ্র কি সহযোগিতা করিবেন না?

বিপর্যয়ের সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাহায্য; আর্ত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ব্যাপক সাহায্য। সকলের আশা, আজ প্রধানমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গের ধ্বংসলীলা পরিদর্শন সেই প্রতিশ্রুতি বহন করিবে।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব )

### মহকুমা শাসকের প্রতি

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলায় কিছুদিন আগে যখন 'প্রক্রিয়া মেডিক্যাল সংস্থা' আসে তখন সকলেই এটা ভালো মনে নিয়েছিল। কিন্তু সামান্য একটা ফুটবল খেলায় জিতে এই সংস্থার সদস্যরা গত ২২ অক্টোবর রাত্রে প্রকাশ্য রাজপথে হিন্দী গানের সঙ্গে ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে ট্যুইষ্ট নেচে সারা শহর ঘুরে বেড়াবার সময় পাকুড়তলায় জনৈক সরকারী কর্মচারীর বাড়ীর সামনে অশ্লীল টিটকারী দিতে গিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল এবং শেষ পর্যন্ত তা পুলিশ পর্যন্ত গড়াল, তাতে শহরের নাগরিকরা এই সংস্থা উঠে যাওয়াই মঙ্গল বলে অভিমত পোষণ করছেন। এর পর আর কোন্ ভদ্রলোকের বাড়ীর লোকেরা বা মেয়েরা আকুপাংচার চিকিৎসার জন্য ওই ছেলেদের আড্ডাস্থল 'প্রক্রিয়া'য় যাবে? এই সংস্থার নাম 'প্রেষ্টিজ পাংচার সংস্থা' দিলে ভালো হত নাকি? পুলিশের কাছ থেকে এর সদস্যদের রেপুটেশন আপনি জেনে নিতে পারেন। মাস দুয়েক আগে আমার বাড়ীর সামনেও এরা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছিল। পুলিশের কাছে অভিযোগ করায় আমাকে গালাগাল শুনতে হয়েছিল। এখন জমানা পাল্টেছে বলে কি দেশে আইনের শাসন নাই? আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি হয় 'প্রক্রিয়া'কে শহর ছাড়তে বলুন, নয় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। —চিত্ত মুখোপাধ্যায়, এ্যাডভোকেট, রঘুনাথগঞ্জ।

# ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে গাঙ্গেয় বন্যা

**শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়**

বন্যা কোথায় নয়? হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ জলে জলে ছয়লাপ। গোটা উত্তরাপথ জুড়ে ঘন ঘন দুর্গ পতনের সংবাদ। আজ পাটনা, কাল মুঙ্গের, পরশু মালদা; আবার বেনারস, আবার পাটনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ। সমগ্র বর্ষা জুড়ে জপমালার মতো একটি সংবাদই শিরোনামে ঘুরে ঘুরে আসে —বন্যা।

বন্যা ব্যাপারটা সরল অঙ্কের মতোই। যে পরিমাণ জল বহনের ক্ষমতা নদী বা নদীগুলির, কোন কারণে সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলেই বন্যা। কিন্তু ভালো উত্তর পেতে হলে আমাদের ভূগোল বিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। গাঙ্গেয় ভূগোল এ বিষয়ে আমাদের কি কি জানাতে পারে দেখা যাক।

ভৌগোলিকেরা আগ্নেয়গিরিগুলির শৃঙ্খলিত অবস্থান লক্ষ্য করে পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত করে দিয়েছেন আগ্নেয় মেখলা কোথায় কোথায়। সেই মতো বন্যার কোনো নিয়মিত লীলাক্ষেত্র যদি কখনো চিহ্নিত করা হয়, হয়তো দেখা যাবে অনেক খারাপ ব্যাপারের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতই সে ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। কেন একথা বললুম তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে।

ভারতের কোমর বরাবর রয়েছে কর্কটক্রান্তির বেল্ট। জুন মাস নাগাদ সূর্য চলে আসে কর্কটের মাথায়। উত্তর সীমান্তে তুষারমণ্ডিত হিমালয় অচলমালা হাজার হাজার মাইল ব্যেপে রয়েছে। সেই তুষার গলার এই সময়। গঠনগত বৈশিষ্ট্যে হিমালয় ভঙ্গিল। ভঙ্গিল পর্বতের ভাঁজে ভাঁজে থাকে জলের অফুরন্ত ঐশ্বর্য। বরফ এবং বৃষ্টি এই দুই উৎস থেকেই এ সময় পর্বতনিহিত এই সব গোপন হ্রদের জল বেড়ে ওঠে। প্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি অনুসারে সে জল গড়িয়ে নামে সমতল বা সমুদ্রের দিকে। যার অন্য নাম নদী।

ভারতের পায়ের নীচে 'আনথ সমুদ্দুর'। নিরক্ষ পেরিয়ে মৌসুমী এমত সময়ে যত খুশী জল হাওয়ায় ভাসিয়ে পূর্বঘাট এড়িয়ে চলে আসে চেরাপুঞ্জির দিকে। সেখানে পার্বত্য পাঁচিলে গোঁত্তা খেয়ে জলমুক ঘুরে যায় পশ্চিম অভিমুখে। উত্তরে যাওয়ার কঠিন অসুবিধে। উত্তর পশ্চিমে থর তদ্দিনে ভীষণ তেতে উঠেছে। 'থর' হচ্ছে মৌসুমী বায়ু আকর্ষণের একটি প্রাকৃতিক চুম্বক। গাঙ্গেয় অববাহিকা ধরে বৃষ্টিময় মৌসুমী এগোতে থাকে সেই দিকে। তদ্দিনে জলভার বহনের ক্ষমতা তার প্রায় শেষ। তখন শুধু বৃষ্টি বৃষ্টি। জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর—সূর্য নিরক্ষের দক্ষিণে যতদিন না চলছে ততদিন তার বিরাম নেই। গীতালিতে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের কথা মনে পড়ছে—

সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।

এত বৃষ্টি আর বরফগলা জল কে বইবে? এবার আমরা নদীর কথায় এসে পড়লুম। তবে যত জল, নদী কি তত নেই? কৌতূহলে ভারতের একটা বড় ধরনের রিলিফ ম্যাপ খুলে ধরলে অবাক হয়ে যেতে হয়। উত্তর-পূর্ব ভারত তো নদীতে নদীতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে—মাটি কতটুকু! এ জন্যেই কি নদীমাতৃক দেশ? আয়তনে, দৈর্ঘ্যে, ভঙ্গিতে, স্বভাবে নদী যে কত রকম তা চেনে শুধু নদীর মানুষজন। বৈজ্ঞানিকরা চিনবেন তো নিশ্চয়ই। ভূগোলের একটা বিশেষ সূত্র অনুযায়ী নদী স্বভাবতঃ পূর্ব ও দক্ষিণবাহিনী। গঙ্গাকে দেখলে মিলে যায় সূত্রটা। কিন্তু আরো বেশি কিছু টের পাওয়া যায় বোধ হয়। গঙ্গার জন্মদিন আমাদের জানার কথা নয়, তবে ভারত ভূ-খণ্ডের জন্মপুরাণের সঙ্গে তার জন্ম রহস্য জড়িয়ে আছে

( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## গ্রামের মানুষ ভিটেছাড়া

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কাশিলপুর, গ্রাম্য দলাদলিতে ধ্বংস হতে চলেছে। সামান্য কারণে কিছু-দিন আগে এই গ্রামে দলাদলি মাথা চাড়া দিয়েছে। ৭০/৮০টি বাড়ীতে এখন পর্যন্ত ব্যাপক লুঠতরাজ চালানো হয়েছে, ২৫/৩০টি বাড়ী ভেঙে ফেলা হয়েছে। একটি বাড়ী ভেঙে ভিটেতে কলাই বোনা হয়েছে বলেও আভযোগ করা হয়েছে। গ্রামের একজন শান্তি-প্রিয় শিক্ষক এই অভিযোগ করে গ্রামে এখনও ব্যাপক ধ্বংসলীলার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

## ক্ষুব্ধ কর্মীরা দল ছাড়ছেন

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

নেতা পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসীদের সঙ্গে আঁতাত করার কথা অস্বীকার করলেও পরিসংখ্যান বলছে, তাঁদের সেই অস্বীকৃতি অসত্য। কেন না বোথারা-১ অঞ্চলে মোট ১০টি আসনের মধ্যে সি পি এম ৬টিতে জয়লাভ করেছে; অথচ সেখানকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন কংগ্রেস ( আই ) দলের সদস্য। গোবর্ধনডাঙ্গা অঞ্চলের ১৬টি আসনের মধ্যে সি পি এম ছ'টি ও নির্দলরা তিনটিতে জয়লাভ করেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা সম্মিলিতভাবে থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ( আই ) প্রার্থী রুহুল আমিন সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। খবর, এই কেন্দ্রে তিনজন সি পি এম প্রার্থী নাকি দলের নির্দেশ মানেননি। সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে বোথারা-২ অঞ্চলে। সেখানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ( বারটি আসনের মধ্যে ন'টিতে সি পি এম জয়ী ) দলীয় মনোনীত প্রার্থী মাত্র দু'টি ভোট পেয়ে সি পি এমের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অঞ্চল প্রধানের বিরুদ্ধে সি পি এম নেতৃত্ব অনাস্থা আনার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অভিযোগ এই অঞ্চলের নেতৃত্ব পদে যাঁকে দল থেকে মনোনীত করা হয়েছিল তিনি কিছুদিন আগেও কংগ্রেসী ছিলেন। তিনি সাগরদীঘি সি পি এম ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক নেতার নিকট-আত্মীয়। তাই রাতারাতি ভোল পাল্টে ফেলেছেন এবং দলের পুরোনো সাচ্চা কর্মীদের কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। শুধু এই তিনটি অঞ্চলেই নয় আরও কয়েকটি গ্রামে সি পি এম কর্মীরা নেতৃত্বের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ। তাদের ক্ষোভ দলে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। একটি গ্রামে থানা কমিটির নির্দেশ অমান্য করে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত জমি দখল করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

এদিকে আর এস পি দলের জনৈক নেতা বলেছেন বেশ কিছু সি পি এম কর্মী তাঁদের দলে যোগ দিচ্ছেন। কংগ্রেস (আই) থেকেও বিক্ষুব্ধ সি পি এম কর্মীদের আহ্বান জানানো হয়েছে। কংগ্রেস ( আই ) অভিযোগ করেছে, সাগরদীঘির প্রশাসনকে বজায় এনে সি পি এম কর্মীরা জি আর, সরকারী সাহায্য প্রভৃতি নিয়েও রাজনীতি করছেন। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর বোথারা-২ অঞ্চলে সরকারী সাহায্য বণ্টন নিয়ে জনৈক নির্বাচিত সদস্য নাকি দুর্নীতি করেছেন। এবং এ নিয়ে ঐ অঞ্চলে সোরগোল উঠেছে। বর্তমানে ব্যাপারটি নাকি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

## মুখের অন্ন বন্যাত্রাণে

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সহযোগিতা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ, যুগসরাই হিন্দু মিলন মন্দির, কান্দীর মহকুমা শাসক এবং সেখান-কার গ্রামবাসীরা। বাসকর্মচারীরা স্বল্প ভাড়ায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেন। গ্রামে গ্রামে কাঁধে করে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যেতে হয়। এলাকাগুলিতে তাঁবু ও কম্বলের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ থেকে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য সাড়ে তিন কুঃ আটা, ১ কুঃ চাল ও ৫০০ জামা-কাপড় পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব দান করেছেন ৫০১ টাকা।

সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের মুর্শিদাবাদ যৌথ সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বেলডাঙ্গা ২নং ব্লকের নগর ও শহরবাটী গ্রামে ৬০০ বন্যার্তের মধ্যে ২৩০০ হাতেগড় রুটি ও ৫০০ জামা-কাপড় বিতরণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জন-সংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো খবর থেকে জানা গিয়েছে, ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের কর্মচারী সমেত জেলার ৪৭টি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বন্যাত্রাণে সাধ্যমত দান করেছেন। আর এস পির জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি ১৫ কুঃ আটার রুটি, ৭ কুঃ আটা এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা বন্যাত্রাণে পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। কংগ্রেস ও এস ইউ সি দলের পক্ষ থেকেও ব্যাপক ত্রাণকার্য চালানো হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

## খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৪ অকটোবর নিমতিতা রুদ্র সংঘের পরিচালনায় গঙ্গাবক্ষে ফরাক্কা এল সি টি ঘাট থেকে নিমতিতা বি এস এফ ক্যাম্প পর্যন্ত ২৮ কিমি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের মোহনকুমার মাহাতো ( ১ ঘঃ ৫০ মিঃ ) প্রথম, সম্মতিনগরের গোলাম আম্বিয়া ( ১ ঘঃ ৫১ মিঃ ) দ্বিতীয় এবং জঙ্গিপুর আমরা কজন ক্লাবের অসিতকুমার চ্যাটারজি ( ১ ঘঃ ৫৩ মিঃ ) তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

২২ অকটোবর রঘুনাথগঞ্জের বালি-ঘাটায় জনকল্যাণ সমিতি আয়োজিত পুষ্করিণী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে 'এ' গ্রুপে শিবশঙ্কর ভকত, মোহনকুমার মাহাতো ও উদয়কুমার ঘোষ; 'বি' গ্রুপে প্রশান্ত হালদার, দীপক হালদার ও কাজী রফিকুল ইসলাম; 'সি' গ্রুপে রাহামান সেখ, কাজী খোকন ও তপন ঘোষ।

**ফুটবলঃ** গোফুরপুর ভ্রাতৃ সংঘ পরি-চালিত রানিং শীল্ডের ফাইনালে মুরারই প্লেয়ারস এ্যাসোসিয়েসন টাই ব্রেকারে ৪—২ গোলে ভগবানগোলা এ্যাথ-লেটিক ক্লাবকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে।

## অপচেষ্টার নিন্দা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কর্মীদের বিধ্বস্ত বাড়ী তৈরীর জন্য ৫ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। দুর্গত কর্মীদের জন্য আরো ৪৫ হাজার টাকার অনুদান কল্যাণ তহবিল থেকে ৩০০ টাকা করে সাহায্য, ৬০টি কিস্তিতে পরিশোধ-যোগ্য ৫০০ টাকা অগ্রিম বেতন প্রভৃতির দাবিও জানানো হয় এবং ন্যাশনাল ইউনিয়নের প্রাদেশিক নেতৃত্ব বন্যাবিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে না আসায় কঠোর সমালোচনা করা হয়।


### নাট্যাভিনয়

১ ও ২ অকটোবর এন এইচ রিক্রিয়েশন ক্লাব রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'সাজানো বাগান' ও 'নরক গুলজার' নাটক দুটি সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করেন।

সবার প্রিয় চা—
**চা ভাণ্ডার**
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

**শ্রীগুরু হোমিও হল**
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
**বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী**
পোঃ ধুলিয়ান ( মুর্শিদাবাদ )
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

**বন্দুক বিক্রয়**
একটি সুন্দর দোনলা বিলাতী বন্দুক ( খুব ভাল অবস্থায় ) বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন : শ্রীগঙ্গাধর সিংহরায়, সদরঘাট, রঘুনাথ-গঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ )।

**ডাঃ এস, এ, তালেব**
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
**নেশার বাস সারভিস**
( ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়

**উষা হার্ডওয়ার ষ্টোর**
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

## গাঙ্গেয় বন্যা

( ২য় পৃষ্ঠার পর )

এটা মনে হয়। 'মহাদেশ চলে' এটা একটা গৃহীত সূত্র। বলা হয়েছে ভারতের বর্ত্তমান আকার একটা জোড়া-তালি ব্যাপার। গণ্ডোয়ানা বা দাক্ষিণাত্য এক সময় বিচ্ছিন্ন ছিল। ক্রমশঃ তা সরতে সরতে এসে মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবং সেই মিলনের ক্রমাগত চাপে ভারতের মধ্যভূমিতে বিন্ধ্যগিরির উত্থান। হিমালয়ের ঊর্ধ্বোত্থানের জন্য গণ্ডোয়ানা কতখানি দায়ী জানি না। কিন্তু যেহেতু পর্বতটি ভঙ্গিল সুতরাং এরকমই কোনো ব্যাপার তার জন্মের মূলে রয়েছে। সে যাই হোক ফলতঃ ব্যাপারটা যা দাঁড়ালো হিমালয় পর্বতমালা ও বিন্ধ্য পর্বতমালার মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে সুবিস্তৃত নীচু বা সমভূমির উপর দিয়ে একটি পূর্ববাহিনী নদী অনিবার্য হয়েছিল। এবং সেই নদীই গঙ্গা। এইখানে একটা কথা মনে হয় মহাদেশ চলাচলের ফলে চাপটা এসেছিল দক্ষিণ থেকে এবং তা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ভারতের মাঝ বরাবর। ফলে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রত্যেকেই পূর্বে অথবা পশ্চিমে অনেকখানি সরে গিয়ে ভারতের দু' পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ দিকে। সরাসরি কোনো বড় নদী দক্ষিণবাহী হয়নি এই কারণেই সম্ভবতঃ। সে যাক্ প্রসঙ্গ বাড়ালেই কথা বাড়ে। ( চলবে )

## খবর শোনার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ অক্টোবর—আজ সন্ধ্যায় এই থানার খুড়িপাড়ায় একটি বাড়ীর দাওয়ায় বসে ফরওয়াড ব্লকের তিনজন কর্মী রেডিওতে খবর শুনছিল। সেই সময় ওই দাওয়ায় একটি বোমা পড়ে। ফলে তিনজনই জখম হয়। ফরওয়ারড ব্লকের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে যে, যারা ওই বোমা ছুঁড়েছে, তারা আর এস পি দলের লোক। পুলিশ এই সম্পর্কে তিনজন আর এস পি সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর।

### যাত্রা স্থগিত

জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব পরিচালিত প্রস্তাবিত যাত্রা তিন পয়সার পালা ও অচল পয়সা ( ২রা, ৩রা নভেম্বর ) বর্তমান বন্যা পরিস্থিতির জন্য স্থগিত থাকিল। পরবর্তী তারিখ পরে জানানো হবে। —সম্পাদক।

## হাঁসের মড়ক

সাগরদীঘি, ২৫ অক্টোবর—এই ব্লকের অধিকাংশ গ্রামে হাঁসের মড়ক দেখা দিয়েছে। খাদ্যে অরুচি এবং চুনের মত পায়খানা এ রোগের লক্ষণ। রোগে আক্রান্ত হওয়ার দু'দিন পর গলায় ঘা হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হাঁসের মড়কের ফলে বাজারে ডিমের অভাব দেখা দিয়েছে এবং নিম্নবিত্ত মানুষের স্বল্প আয়ের পথ বন্ধ হয়েছে। পশু চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে প্রতিষেধক টীকা না দেওয়ার জন্য মড়ক বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

### মারামারির জের

সাগরদীঘি, ২৪ অক্টোবর—এই থানার নাচনা গ্রামে এ মাসের গোড়ার দিকে ভাইয়ে ভাইয়ে মারপিটের ঘটনায় আঃ ওয়াহেদের অভিযোগক্রমে সাগরদীঘি পুলিশ গত সপ্তাহে বাকের আলিকে গ্রেপ্তার করে। আরো কয়েকজন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

### বোমা তৈরীর মসলা আটক

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৪ অক্টোবর—ফরাক্কা পুলিশ বেনিয়াগ্রামে একজন ডাকাতের বাড়ীতে হানা দিয়ে গতকাল রাত্রে প্রায় ৫০০ গ্রাম বোমা তৈরীর মসলা উদ্ধার ও আটক করে। ডাকাত পলাতক, তার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

## বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীশ্রীপতিচরণ দাস, সাং আলাইপুর, পোঃ কুলিগ্রাম, থানা ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

এতদ্দ্বারা আমার পুত্র ও জনসাধারণকে জানাইতেছি যে গত ২৯-৮-৭৮ তাং জমি-জমা, ঘর-বাড়ি যাহা আমার পুত্র শ্রীবৈদ্যনাথ দাস ও শ্রীমধুসূদন দাসকে দানপত্র (দলিল নং ৬৫১০ ও ৬৫১১) করিয়াছিলাম; কিন্তু পুত্রগণ উল্লিখিত শর্তানুযায়ী ব্যবহার না করায় গত ১৭-১০-৭৮ তাং তাহা দানপত্র রদ বা রিভোকেসন ( দলিল নং ৭০৬৩ ) করিলাম। আজ হইতে উক্ত সম্পত্তিতে আমার পুত্রগণের কোন অধিকার রহিল না।


দীপান্বিতা উপলক্ষে

বিশেষ রিবেট

সুতী খাদি ৩০%
রীল্ড সিল্ক ১৫%
স্পান সিল্ক ২৫%

গান্ধী স্মারকনিধি
খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার

বাজারপাড়া ★ রঘুনাথগঞ্জ

৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৮ পর্যন্ত এই রিবেট চালু থাকিবে।

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

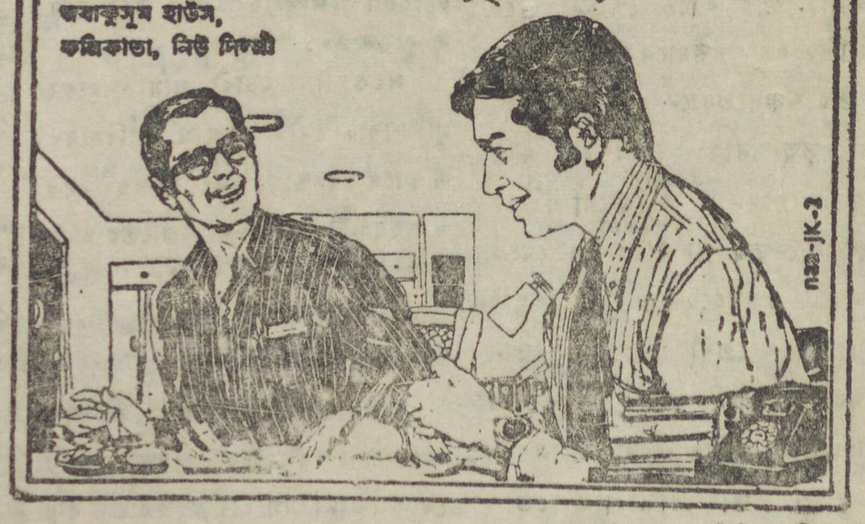


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।